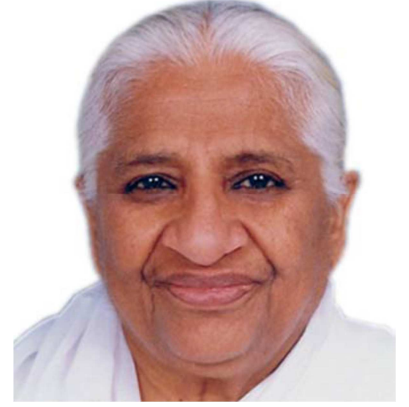


০৩.দাদিজির মহাবাক্য

আমরা ব্রাহ্মণেরা সবাইকে শুনি,সবাইকে সম্য করী,আর সবাইকে স্নেহ করী।সবাইকে সম্য করানো,ইটা আমাদের খাদ্য না।সম্য করা সেখ,সম্য করানো না।দুট সংকল্প করো।এমনটি নই যে কি করব ধারণ করতে পারি না।আমরা নির্বল না, আমরা হলাম মহা বলবান বাচ্চা।



আমাদের সবার কাছ থেকে আশীর্বাদের মালা নিতে হবে।এটাই হলো আমাদের ফুলের মালা।যে এই মালা পড়তে পারে সেই বাবার গলার মালা হবে।আমাকে স্নেহের সক্তি সদা সাথে রাখতে হবে,ঝগড়া নয় স্নেহের সাগরের স্নেহে ভরে থাকা আমরা হলাম রত্ন।স্নেহকে ছেড়ে আমি হাড়ি সুখাতে পারব না।যেখানে স্নেহ আছে,সেইখানে হাড়ি ভরা থাকে।যেই খনে ঝগড়া আছে সেই খানে ভরা হারিও সুখিয়ে যায়।



বাবা আমরা ব্রাহ্মণদের জন্য যে বিধি বিধান বানিয়েছে সেটা সদা অনুসরণ করতে হবে।দুট সংকল্প করো তো পুর্বানো সব কিছু সমাপ্ত হয়ে যাবে।যেইখানে সংকল্প দুট আছে সেইখানে সব দিকে বিজয়ী হবে।সবাই নিজের বুদ্ধকে ছোট মধুবন বানাও।মধুবনের মত দিনের চাট বানাও।নিজের আসে-পাশের বাতাবরণ মধুবনের মত বানাও।

বাবা বলে পরচিন্তন হলো পতনের মূল কারণ।আমাকে সদা স্ব-চিন্তনে,স্ব-ধর্মতে থাকতে হবে।আমরা কারো চিন্তাতে চিন্তিত কেন হব?চিন্তার চিতা কেন বানাবো?

যদি জ্ঞানে আসার থেকে কেউ তোমাকে আটকাচ্ছে তো তো দয়া না করে তাকে অবশ্যই বলবে।কিন্তু তার প্রতিও শুভ ভাবনা রাখো যে আজ নই তো কাল এউ বাবার হয়ে যাবে।দয়া মানে আমি যেন পুর্বানো সংস্কারের বসে অন্যকে কষ্ট না দেই।আমরা হোলাম দুষ্ক দূব করার দেব/দেবী।আমাদের হারলে হে না,হারাতে লাগবে।এই পাঠ পাক্সা হলে সবার প্রতি প্রেমের,হওয়ার আর স্নেহের ভাবনা থাকবে।স্নেহের সাগরে ডুবে থাকা হীরা মতি হতে পারব।ঘৃনা ভাব আসবে না।দয়া করলে সকলের কল্যাণ হবে,ঘৃনা দিয়ে নয়।আমরা হলাম দয়ালু বাবার দয়ালু বাচ্চা তাই ঘৃনা করতে পারব না।

তোমরা সকলে হলো দেব-দেবী।তোমাদের দয়াই হলো বাবার দয়া।তোমাদের দেবতাদেরই দয়াই আমার প্রয়োজন।এই দেবতাদের দয়া থাকলেই আমি রাজাদের রাজা হতে পারব।দেবতা তখনি হতে পারব যখন সব দেবরা আমার ওপর দয়া করবে।আমি সবার দয়ার,আশীর্বাদের দৃষ্টি পেতে থাকি।এটাই হলো আমার পুরুশাত।

আচ্ছা,ওম শান্তি।

